ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

রাবেয়া আক্তার কনিকা, কাওসার আহমেদ, মো. জুলকারনাইন

১২ এপ্রিল ২০২২

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশে করোনাভাইরাস অতিমারীর দুই বছরে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ আরোপসহ স্বাস্থ্যবিধি চর্চা নিশ্চিত করা, আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত ও পৃথককরণ, এবং আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে সরকারের নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ
- করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক করা, রোগের জটিলতা ও মৃত্যু হ্রাসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত এবং টিকা কার্যক্রম অব্যাহত
- সরকারের গৃহীত এসব কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ইতিপূর্বে তিনটি ধারাবাহিক গবেষণা সম্পন্ন করেছে (মার্চ ২০২০ - জুন ২০২১); এসব গবেষণায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সুশাসনের সকল সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত
- গবেষণায় চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে সরকারের কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা প্রদান এবং প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ - এ ধরনের ঘাটতি জনগণের বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়
- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ সুশাসনের বিশেষকরে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার আলোকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

গবেষণার উদ্দেশ্য

❑ মূল উদ্দেশ্য

করোনাভাইরাস অতিমারী সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা

❑ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- ❖ করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা
- ❖ কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও ফলাফল উদঘাটন করা
- ❖ কোভিড-১৯ সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা
- ❖ গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

- **কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা:** নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, কৌশল, উদ্যোগ, অগ্রগতি ও সক্ষমতা
- **টিকা ব্যবস্থাপনা:** টিকা পরিকল্পনা ও কৌশল, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, টিকা ক্রয়/ সংগ্রহ, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন, টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন ও টিকা প্রদান
- **কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ**
- **করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

সুশাসনের ছয়টি সূচকে বিশ্লেষণ

- সাড়া প্রদান
- সক্ষমতা ও কার্যকরতা
- অংশগ্রহণ ও সমন্বয়
- স্বচ্ছতা
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ
- জবাবদিহি

গবেষণা পদ্ধতি

- গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার (গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য ব্যবহার)

❖ **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস: ১. জরিপ**

জরিপ	পদ্ধতি	নমুনা
কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ (নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা গ্রহণ)	৪৪টি জেলায় কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন ও দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	১,৮৫০ জন (প্রতি জেলায় ৪০-৪৫ জন)
টিকাগ্রহীতার 'এক্সিট-পোল' জরিপ	৪৩টি জেলার ১০৫টি টিকা কেন্দ্র হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টিকাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ	অস্থায়ী কেন্দ্র হতে ৬২২ জন স্থায়ী কেন্দ্র হতে ৩,৩৯৩ জন
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা জরিপ	উদ্যোক্তার তালিকা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	৪২৫ জন

গবেষণা পদ্ধতি...

২. **টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ:** ৪৩টি জেলায় ১০৫টি টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ (৬০টি অস্থায়ী এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্র)

৩. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার:** ৪৩ জেলার ৪৮টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৭১ জনের সাক্ষাৎকার

৪. **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা

❖ **পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

❖ **তথ্য সংগ্রহের সময়কাল:** আগস্ট ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২

গবেষণার ফলাফল

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

- টিকা সংগ্রহের তৎপরতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন উৎস থেকে (টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ এবং বিভিন্ন দেশের অনুদান) প্রায় ২৯.৬৪ কোটি ডোজ টিকা সংগ্রহ (৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)
- ১২.৭৭ কোটি মানুষকে প্রথম ডোজ (মোট জনসংখ্যার ৭৪.৯৬%) এবং ১১.২৪ কোটি মানুষকে দ্বিতীয় ডোজ (৬৬%) টিকার আওতায় নিয়ে আসা (৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)
- ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু
- কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক মানুষকে টিকার আওতায় আনতে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে টিকা প্রদান
- ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থী, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বস্তিবাসী ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যা

- ২৬.১% সেবাগ্রহীতা নমুনা দিতে গিয়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন
- করোনার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগার স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে সক্ষমতার অধিক সেবাগ্রহীতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে নমুনা পরীক্ষায় দুর্ভোগ অব্যাহত

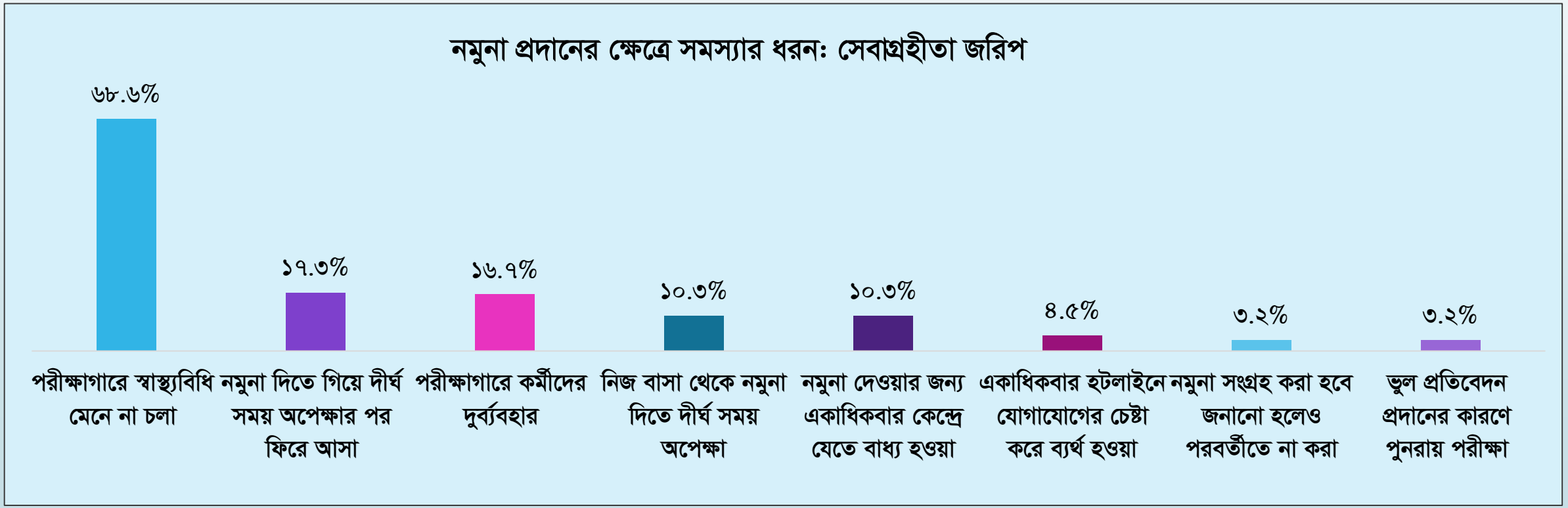

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা...

❑ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় সক্ষমতার ঘাটতির কারণে নানাবিধ সমস্যা ও সেবাগ্রহীতার ওপর আর্থিক বোঝা

- ❖ সকল জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার না থাকা; নমুনা সংগ্রহ করে ভিন্ন জেলায় পরীক্ষা করায় রিপোর্ট পেতে বিলম্ব
- ❖ জরিপ অনুযায়ী রিপোর্ট পেতে অপেক্ষার সময় গড়ে ২.৫ দিন (সর্বোচ্চ ৯ দিন)
- ❖ ৪.৮ শতাংশ সেবাগ্রহীতার অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা প্রদান
- ❖ নমুনা পরীক্ষায় যাতায়াত বাবদ গড় খরচ ১৪০ টাকা (সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা)
- ❖ পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গড়ে ৩ ঘন্টা অপেক্ষা (সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা)
- ❖ কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন নিবন্ধনে সমস্যা; শুধু একটি মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমাদানের সুযোগ
- ❖ ভিড় এড়িয়ে দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন পেতে ৯.৭% সেবাগ্রহীতার বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা

নমুনা পরীক্ষার গড় খরচ

(যাতায়াত, পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য খরচ)

- সরকারি পরীক্ষাগারে- ৩৯৯ টাকা
- বেসরকারি পরীক্ষাগারে- ৩,৩৮১ টাকা

পরীক্ষাগারের স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে অতিরিক্ত ভিড়, নমুনা প্রদানে জটিলতা, অতিরিক্ত খরচ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিরুৎসাহিত করেছে

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ চিকিৎসা

❑ কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: যথাসময়ে যথাযথ জরুরি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা

- ❖ নিজ জেলায় আইসিইউ সুবিধা না থাকায় জটিল রোগীদের ভিন্ন জেলা হতে সেবা গ্রহণ
- ❖ ১৮.৯% আক্রান্ত ব্যক্তির অন্য জেলায় চিকিৎসা গ্রহণ
- ❖ সেবা প্রাপ্তির জন্য জেলার ভেতরে বা বাইরে যাতায়াত বাবদ গড় খরচ ৩,৫৩৫ টাকা

- ❖ করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন তাদের ৫.৪% জটিলতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে শয্যা না পাওয়ায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ

- ❖ হাসপাতালে শয্যা পেতে গড়ে ৩.৫ ঘন্টা অপেক্ষা
- ❖ ১৪.১% রোগীর অনিয়মিতভাবে চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তি
- ❖ ১৪.৯% জরুরি প্রয়োজনে অক্সিজেন পেতে বিলম্ব; ১.৭% কখনোই পায়নি
- ❖ ১৫% প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভেন্টিলেশন সুবিধা পায়নি
- ❖ ১৩.৮% প্রয়োজনে যথাসময়ে আইসিইউ সেবা পায়নি এবং ৯% কখনোই পায়নি

সেবাগ্রহণকারীদের মতে, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে সেবা না পাওয়ায় হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়া ব্যক্তিদের ৭.৮% ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু এবং ১১.৮% সেবাগ্রহীতার রোগের জটিলতা বৃদ্ধি

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ...

❑ **সক্ষমতার ঘাটতির কারণে কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় বিদ্যমান সমস্যা**

❖হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুলতা; চিকিৎসা গ্রহণের সময় ২২.২% সেবাগ্রহীতা চিকিৎসা **বহুমুখী সমস্যার** সম্মুখীন

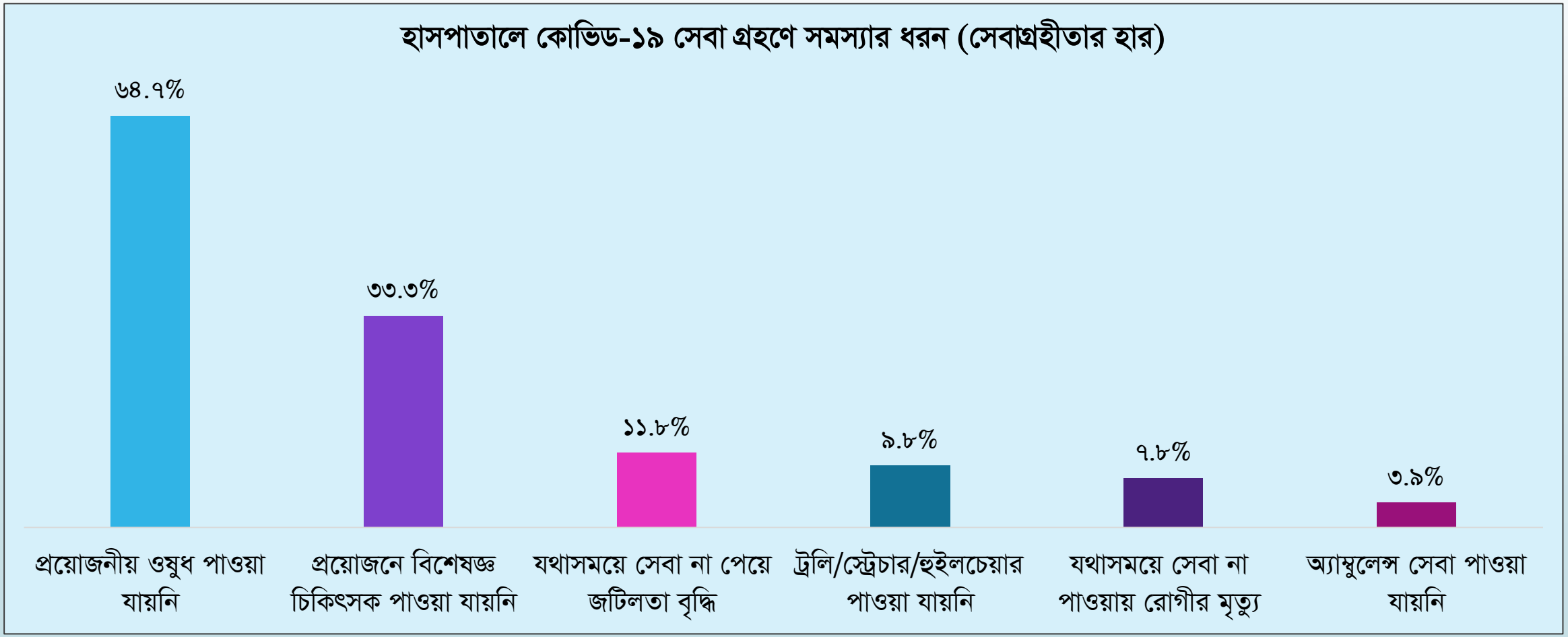

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ চিকিৎসা...

❑ কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় বিদ্যমান সমস্যা

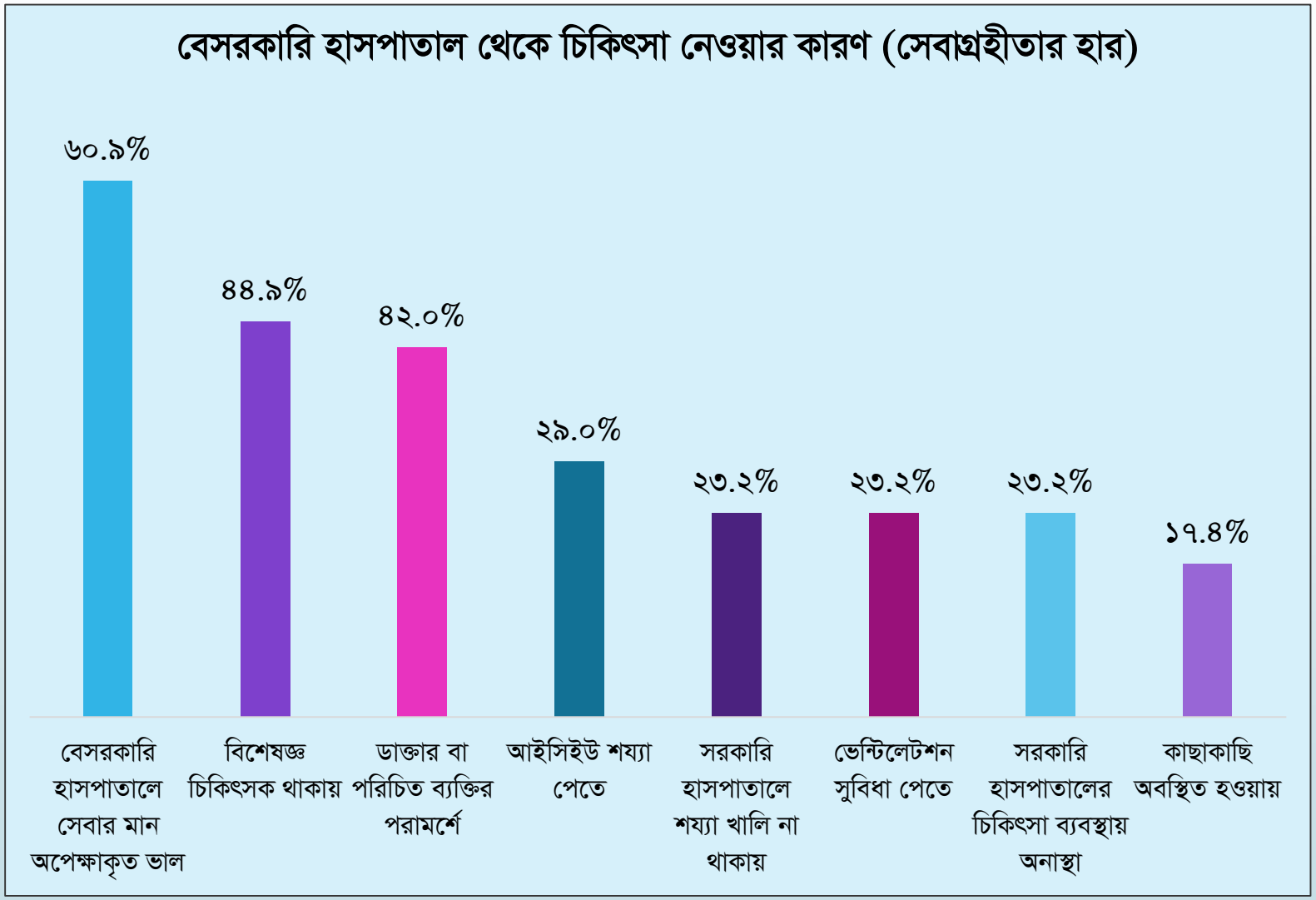

সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে গড় চিকিৎসা খরচ
(শয্যা, ওষুধ, আইসিইউ, অক্সিজেন, ও অন্যান্য খরচসহ)

সরকারি হাসপাতাল	বেসরকারি হাসপাতাল
৩৫,৯৩৮ টাকা	৪,৫৮,৫৩৭ টাকা

- সরকারি হাসপাতালে সেবার অপ্রতুলতার কারণে ও ভালো সেবা পেতে ২৬.৫% রোগীর বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ; সেবাগ্রহীতার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা
- ৩.৭% রোগীর আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা

❑ কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা সুবিধার সম্প্রসারণ না করা

পরীক্ষাগারের সংখ্যা	
৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
আরটি-পিসিআর-১২৮	আরটি-পিসিআর-১৫৮
জিন-এক্সপার্ট-৪৭	জিন-এক্সপার্ট-৫৭
র‍্যাপিড এন্টিজেন-৩৯১	র‍্যাপিড এন্টিজেন-৬৫৯
২৯টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা	৩০টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা

আইসিইউ শয্যা	
৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
আইসিইউ-১,১৬৫	আইসিইউ-১,২৫৯
২৯টি জেলায় বিদ্যমান	৩৩টি জেলায় বিদ্যমান

- ❖ পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা অল্প কিছু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ; মোট আইসিইউ শয্যার ৬১% ঢাকা শহরে এবং ৩৭% বেসরকারি হাসপাতালে
- ❖ প্রকল্প বাজেট ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আইসিইউ ছিল না এমন ৩১টি জেলায় আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণ না করা

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা

❑ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগের ঘাটতি

- ❖ বাংলাদেশ সরকারের 'কোভিড-১৯ প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স' পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ৫টি করে আইসিইউ শয্যা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা
- ❖ ২০২০ সালের জুন মাসে সকল জেলা হাসপাতালে ১০টি করে আইসিইউ শয্যা স্থাপনের ঘোষণা; দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ৩১টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ নেই
- ❖ কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও তা বাস্তবায়ন না করা

প্রকল্প	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (ডিসেম্বর ২০২১)
কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্প (বিশ্বব্যাংক)	৬,৭৮৬ (সরকারি ১৭২ ও বিশ্বব্যাংক ৬,৬১৪)	বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৬.৭% ব্যয়

❑ চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন না করতে পারার কারণ

- ❖ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ঘাটতি; সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
- ❖ আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা
- ❖ অবকাঠামোগত জটিলতা; পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা
- ❖ দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আসার পর কার্যক্রমে শিথিলতা
- ❖ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা
- ❖ ঠিকাদারদের সক্ষমতার ঘাটতি ও গাফিলতি
- ❖ তদারকির ঘাটতি
- ❖ আইসিইউ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের ঘাটতি

অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা

❑ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১৫% সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার

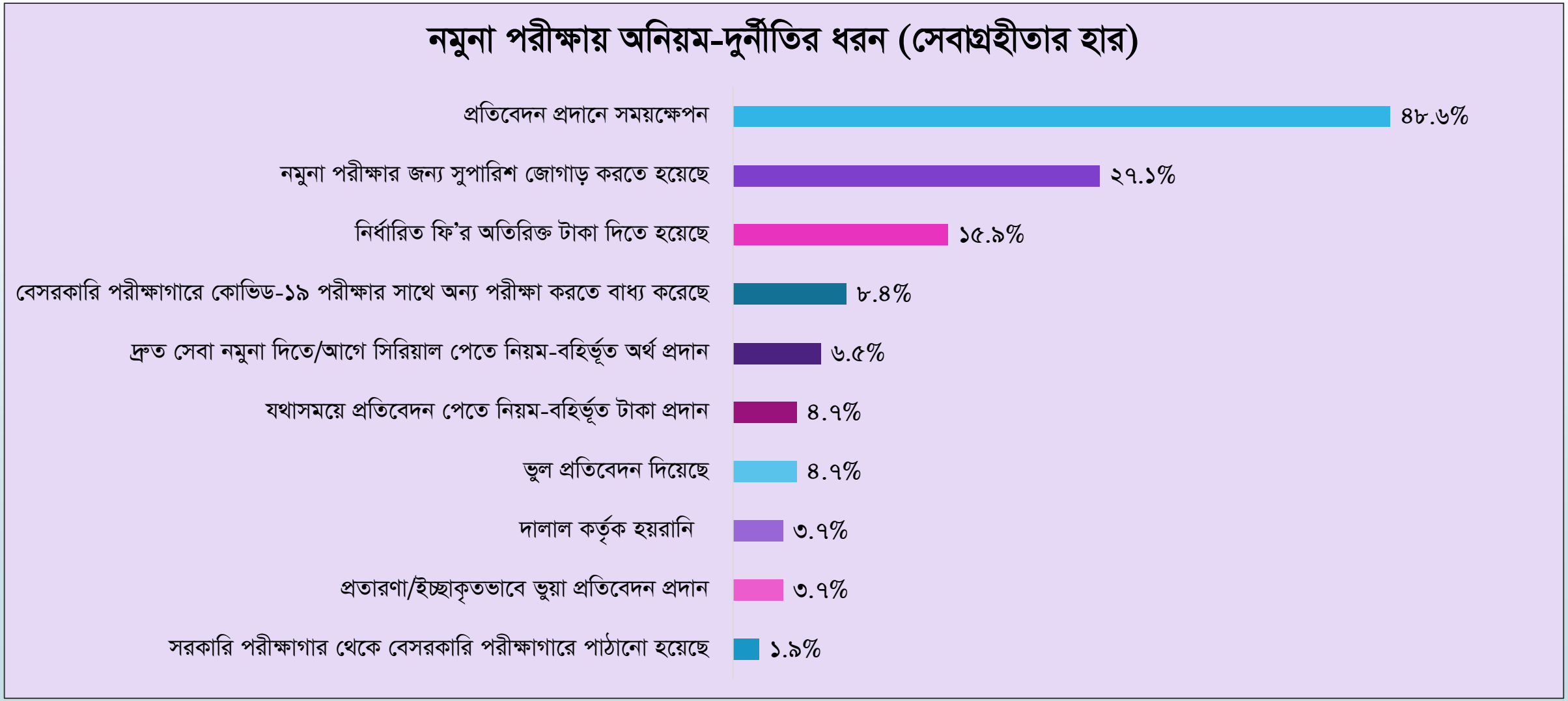

অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা...

- নমুনা পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়; সেবাগ্রহীতা বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা আরোপ

অনিয়ম-দুর্নীতি	অতিরিক্ত অর্থ/ঘুষের শিকার সেবাগ্রহীতার হার	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)		
		বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ	সরকারি পরীক্ষাগার	বেসরকারি পরীক্ষাগার*
নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে	১৪.৯%	৬৪২	১১৬	৪,৪২৫
যথাসময়ে/দ্রুত প্রতিবেদন পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান	৪.৪%	-	১৩৩	-
দ্রুত নমুনা দিতে/আগে সিরিয়াল পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান	৬.১%	-	৬৬	-

* বেসরকারি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার সাথে সাথে অন্য পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে

- ৫-১০ হাজার টাকায় প্রবাসীদের নেগেটিভ সার্টিফিকেট প্রদান
- ১০০-১৫০ টাকায় বিভিন্ন স্থল বন্দরে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট প্রদান

অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষা...

❑ হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারীদের ২২.২% অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার

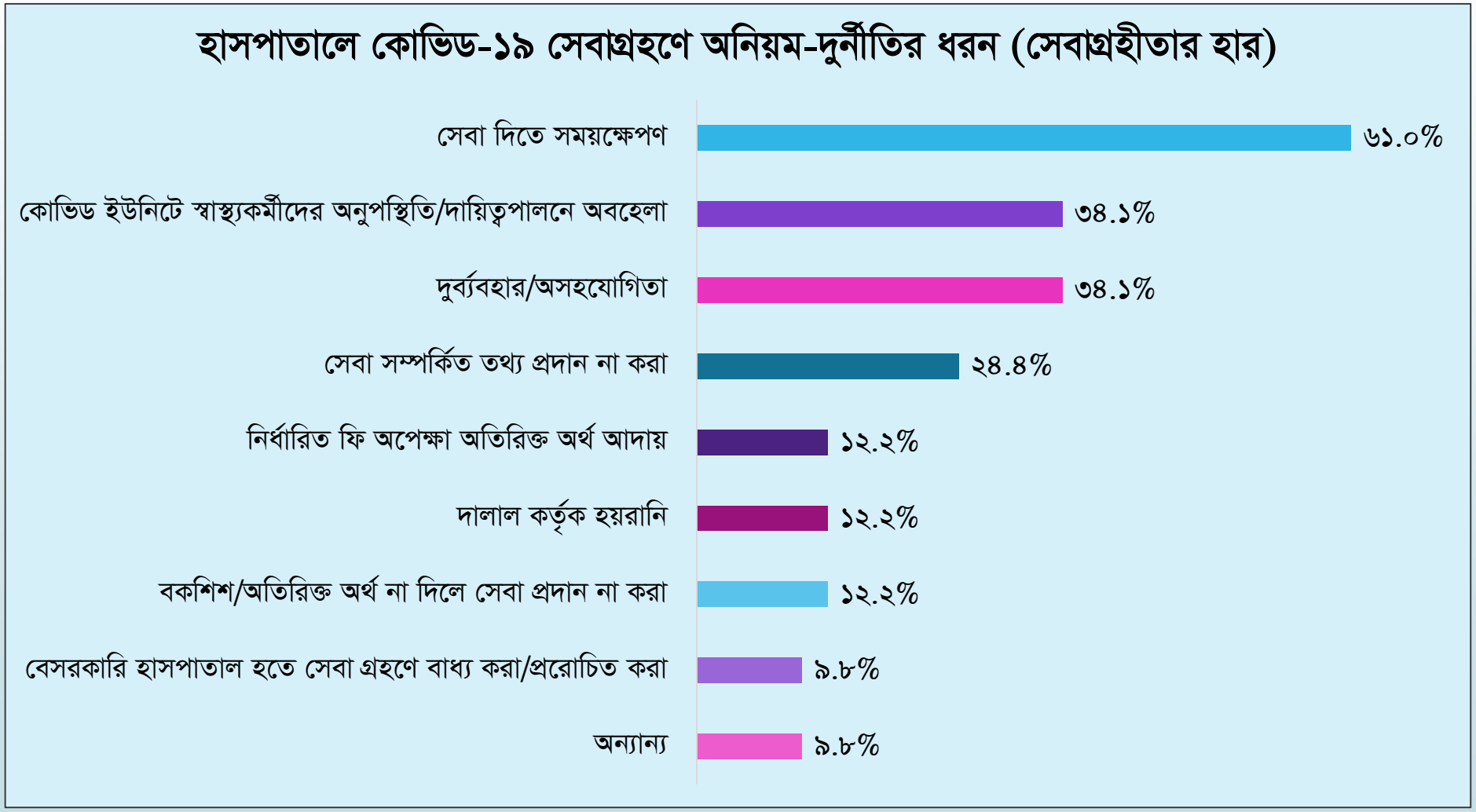

বেসরকারি হাসপাতালের সেবায় সেবা সম্পর্কিত তথ্য না দেওয়া, দুর্ব্যবহার, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণে প্ররোচিত করা ইত্যাদি অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত

সরকারি হাসপাতালে ৪০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

- ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে ৪০% জনসংখ্যাকে পূর্ণ ডোজ টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৯৮টি দেশ পিছিয়ে; যার মধ্যে বাংলাদেশ একটি (৩০%)
- প্রথম ডোজ প্রদানে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও পূর্ণ ডোজ টিকা প্রদানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম
- দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষায় থাকা জনসংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি
- বিশেষজ্ঞদের মতে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক

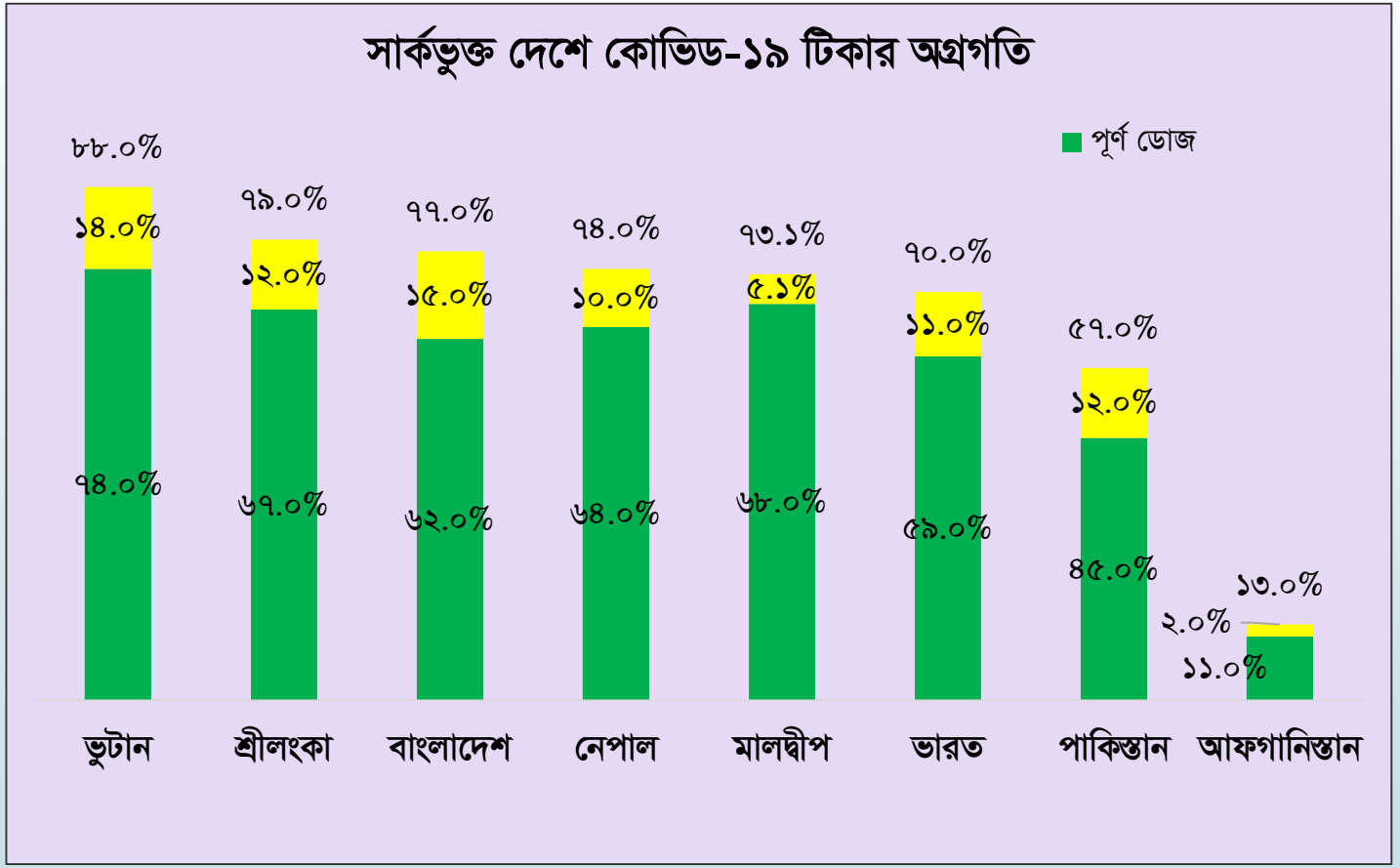

তথ্যসূত্র: আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা, ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়নে ঘাটতি

❖ টিকা পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকার তালিকার ধাপ অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনতে উদ্যোগের ঘাটতি

- মোট মৃত্যুর ৫৬.৬% ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি; প্রথম ধাপে টিকার আওতায় আনার কথা থাকলেও ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ লাখ মানুষ (প্রায় ২৯%) টিকার আওতার বাইরে (জানুয়ারি ২০২২)
- পক্ষান্তরে শেষ ধাপে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা; যাদের মৃত্যুহার ১ শতাংশের কম
- জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় দুর্গম এলাকা, ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ভ্রাম্যমান টিকা দলের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলা হলেও দুই-একটি এলাকা ব্যতীত এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ টিকাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

- ❖ জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে
- ❖ অধিকাংশ মানুষ টিকা নিতে আগ্রহী হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে
- ❖ স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার হার খুব কম

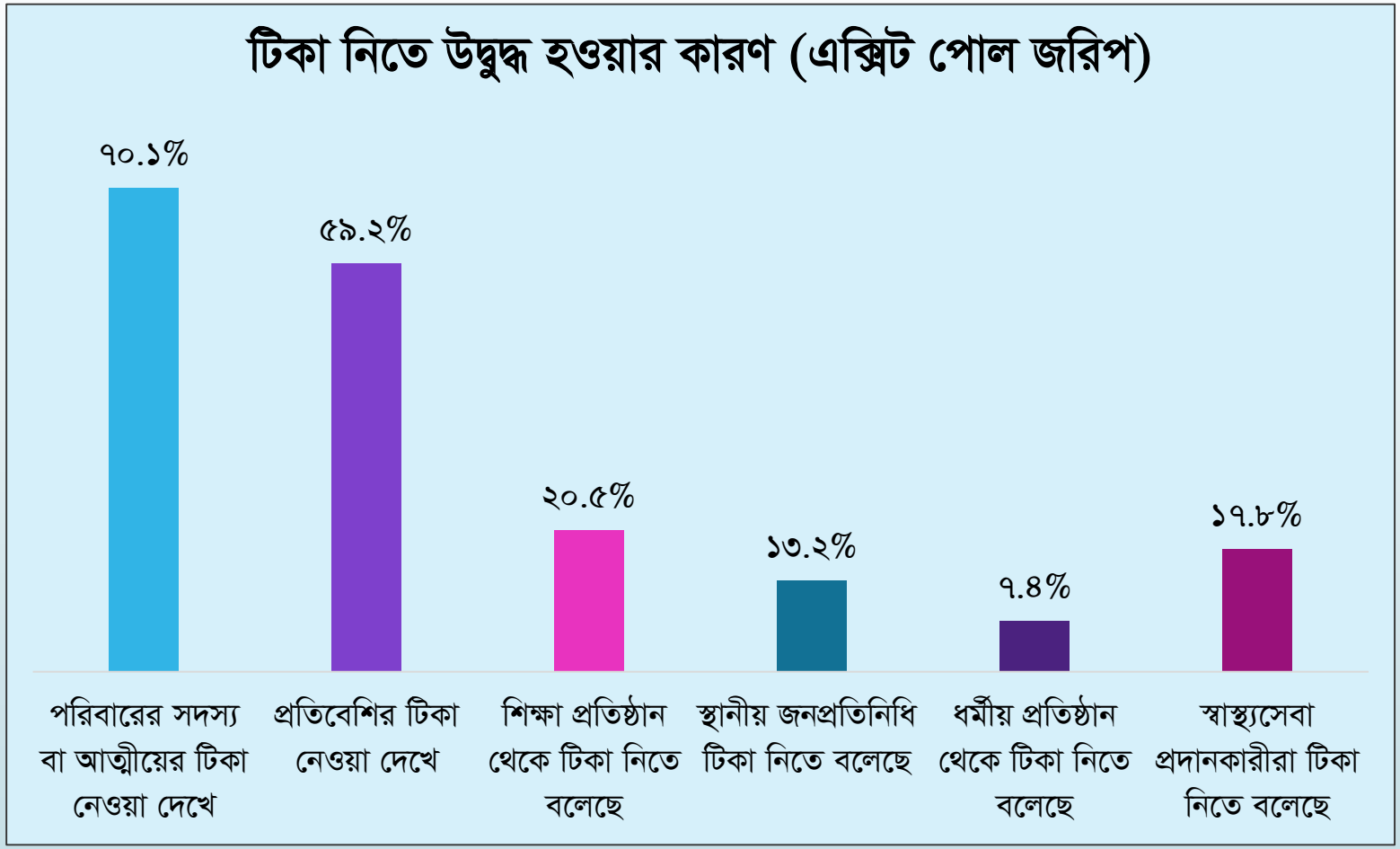

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ টিকাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

- একটি গবেষণায় দেখা যায় ৪৬% মানুষ টিকা গ্রহণে দ্বিধান্বিত
- টিকা সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও ভীতি থাকলেও তা দূর করতে প্রচার-উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি
- অধিকাংশ মানুষ পরিবার-আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টিকা বিষয়ে জেনেছে

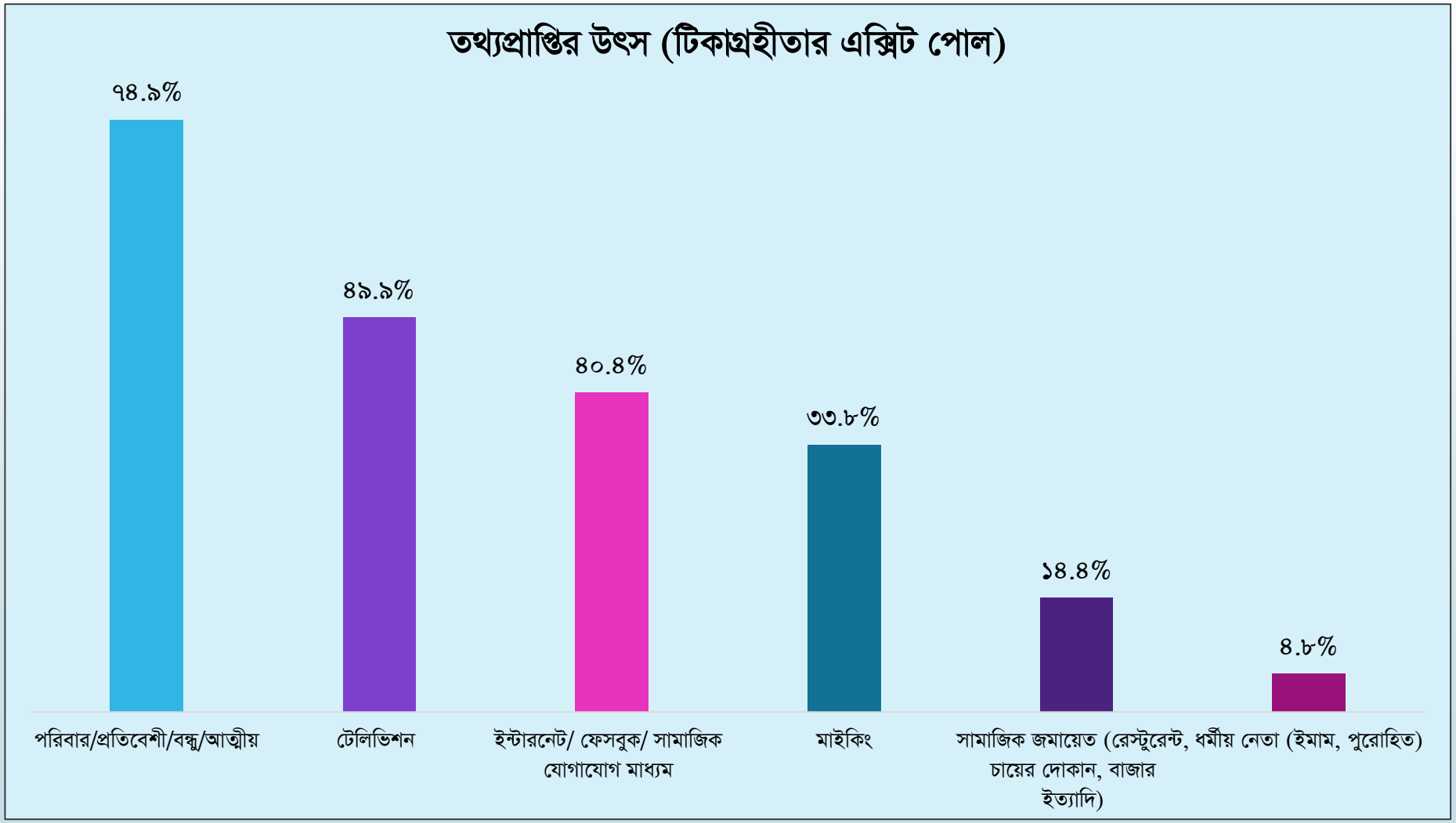

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	টিকার বাইরে থাকা জনসংখ্যা*	এলাকার সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষিত এলাকা
বেদে	৮০% এর ওপরে	৪টি	৮টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	২টি	
হিজড়া	৮০% এর ওপরে	৫টি	১৫টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	৮টি	
হরিজন	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
ডোম	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
বাঁশফোর	৬০% এর ওপরে	১টি	৪টি
	৫০% বা এর নিচে	৩টি	

* প্রতিটি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত (ডিসেম্বর ২০২১)

টিকা কার্যক্রমে অসমতা

- প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষের টিকা প্রাপ্তি জাতীয় পর্যায়ের অর্জনের চেয়ে অনেক নিচে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ন্যূনতম একডোজ ৪৪%)
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উদ্যোগে ঘাটতি
- ৩৮টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৮টি জেলায় আংশিকভাবে তথ্য সংরক্ষিত
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ টিকা কেন্দ্রে অন্যের চেয়ে দেরিতে টিকা পাওয়া, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের শিকার

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

- ❖ সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী টিকার আওতায় না আসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষ বলেছে টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকার কারণে টিকা গ্রহণ করেনি
- ❖ টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকায় অনেকের টিকা বিষয়ে ভীতি রয়েছে, তারা টিকা নিতে আগ্রহী হচ্ছে না
- ❖ প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ জানিয়েছেন এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা না থাকায় তারা টিকা নিতে পারেননি
- ❖ কাঠামোগত কারণ হিসেবে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকা, জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা, টিকা কেন্দ্র অনেক দূরে হওয়ার কথা বলা হয়েছে
- ❖ এছাড়া অতিরিক্ত অর্থ খরচ হওয়ার ভয়েও অনেকে টিকা নেননি

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ টিকা বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি

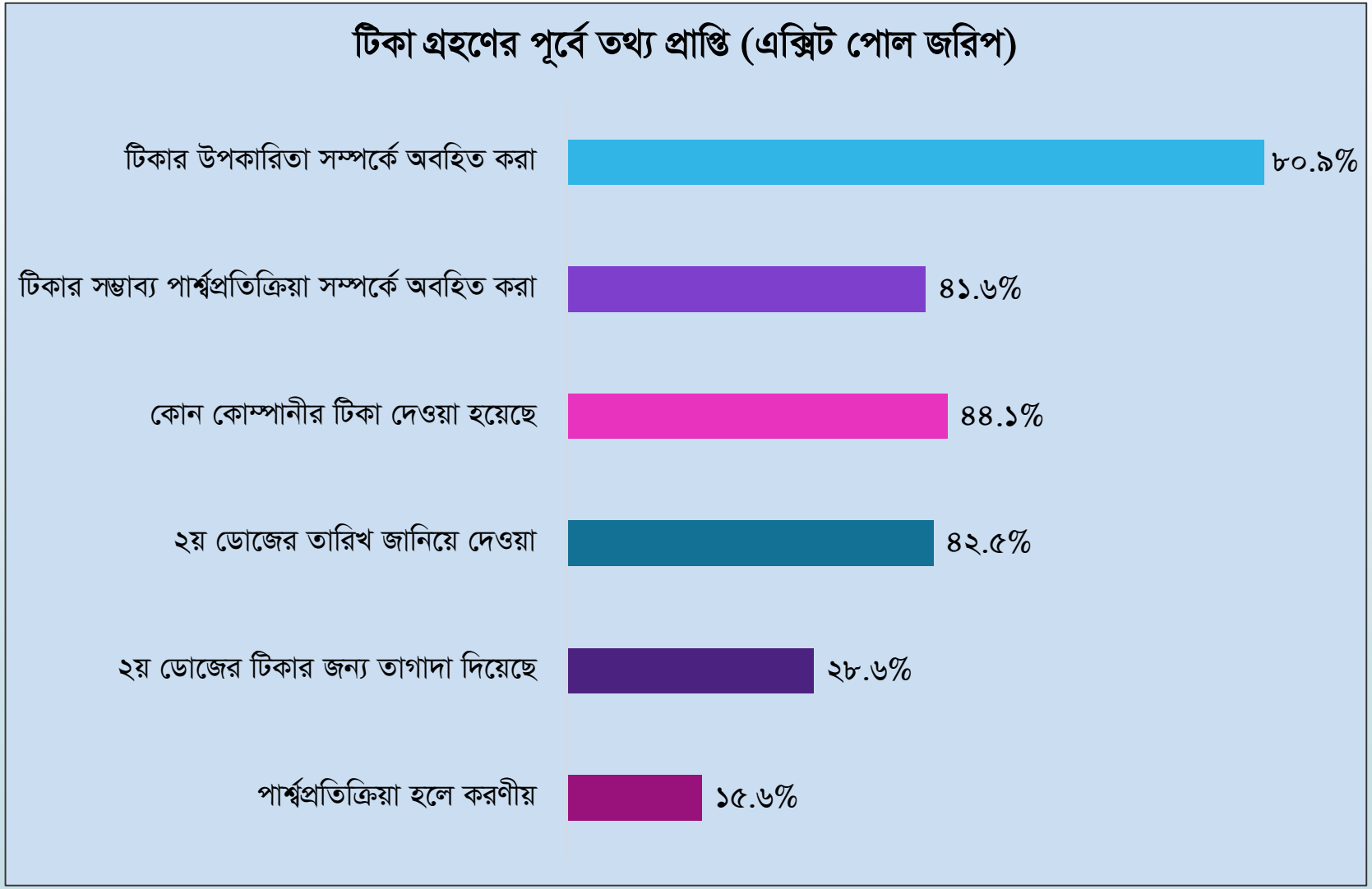

দ্বিতীয় ডোজের তারিখ ও ডোজের উপকারিতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না দেওয়ায় বাংলাদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের ব্যবধান বেশি

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ টিকা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ না করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে সকলের সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা বললেও টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও খরচের কারণে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষের টিকা প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জ

টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব বেশি

	স্থায়ী কেন্দ্র	অস্থায়ী/গণটিকা কেন্দ্র
টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব	গড়ে ৬.৫ কিমি (সর্বোচ্চ ৫০ কি.মি.)	গড়ে ২.২ কিমি (সর্বোচ্চ ৩০ কি.মি.)
কেন্দ্রে গড় যাতায়াত সময়	১.১৫ ঘন্টা	১ ঘন্টা বা তার কম
যাতায়াত খরচ	৭০ টাকা	৩৯ টাকা

জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া

- ৮৬.৪% টিকাগ্রহীতা অন্যের সহায়তা নিয়ে নিবন্ধন করেছে
- এর মধ্যে ৭৬.৪% কীভাবে নিবন্ধন করতে হয় তা জানে না
- ৬৬.৩% টিকাগ্রহীতাকে টাকার বিনিময়ে দোকান থেকে নিবন্ধন করতে হয়েছে
- যাতায়াত, নিবন্ধন খরচ ও প্রিন্টসহ মোট গড় খরচ ৫০ টাকা

নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ করতে যাতায়াত বাবদ মোট গড় খরচ ১০৬ টাকা; যা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের একদিনের আয়ের চেয়ে বেশি

সাড়া প্রদান: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা...

❑ টিকা কেন্দ্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা না রাখা

- ❖ ৪৫টি টিকা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে টিকা গ্রহণের সময় নারীদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না
- ❖ ৩১টি কেন্দ্র প্রতিবন্ধিবান্ধব ছিল না - র‍্যাম্প না থাকা, নিচ তলায় টিকা কেন্দ্র না করা, বসার ব্যবস্থা না থাকা

❑ প্রবাসীদের দুর্ভোগ

- ❖ অনেক ক্ষেত্রে 'আমি প্রবাসী' অ্যাপে নিবন্ধন করতে না পারা; মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি জমা দিতে না পারা
- ❖ বিএমইটি নম্বর পেতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান
- ❖ স্বল্প সংখ্যক টিকা কেন্দ্র নির্ধারণ করে দেওয়ায় প্রবাসীদের হয়রানি ও অর্থ খরচ
- ❖ কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের অসহযোগিতা

সক্ষমতা: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা

❑ টিকা কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা

❖ টিকা গ্রহণের সময় ১৫.৬% টিকাগ্রহীতা অব্যবস্থাপনার শিকার

টিকা কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার শিকার টিকাগ্রহীতা (এক্সিট পোল জরিপ)

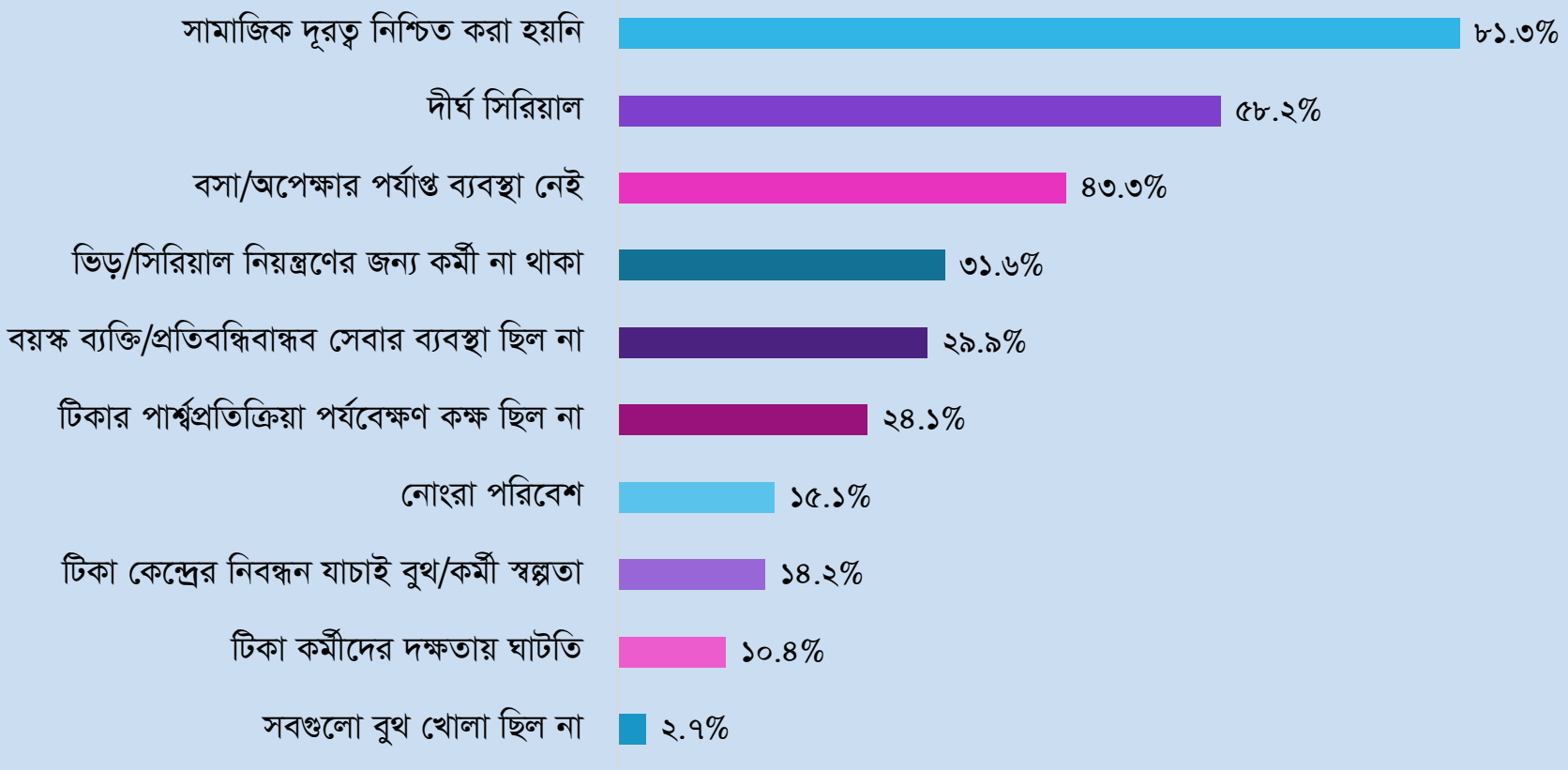

❖ নারী, বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেই, যা তাদের টিকা গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে

❖ অনেক কেন্দ্রে টিকা কর্মীদের সাথে টিকাগ্রহীতার সংঘাত

❖ পুলিশের লাঠি চার্জ; প্রচণ্ড ভিড় থাকার কারণে বয়স্ক ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে

অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা

❑ টিকা প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি - ২% টিকাগ্রহীতা টিকা কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার

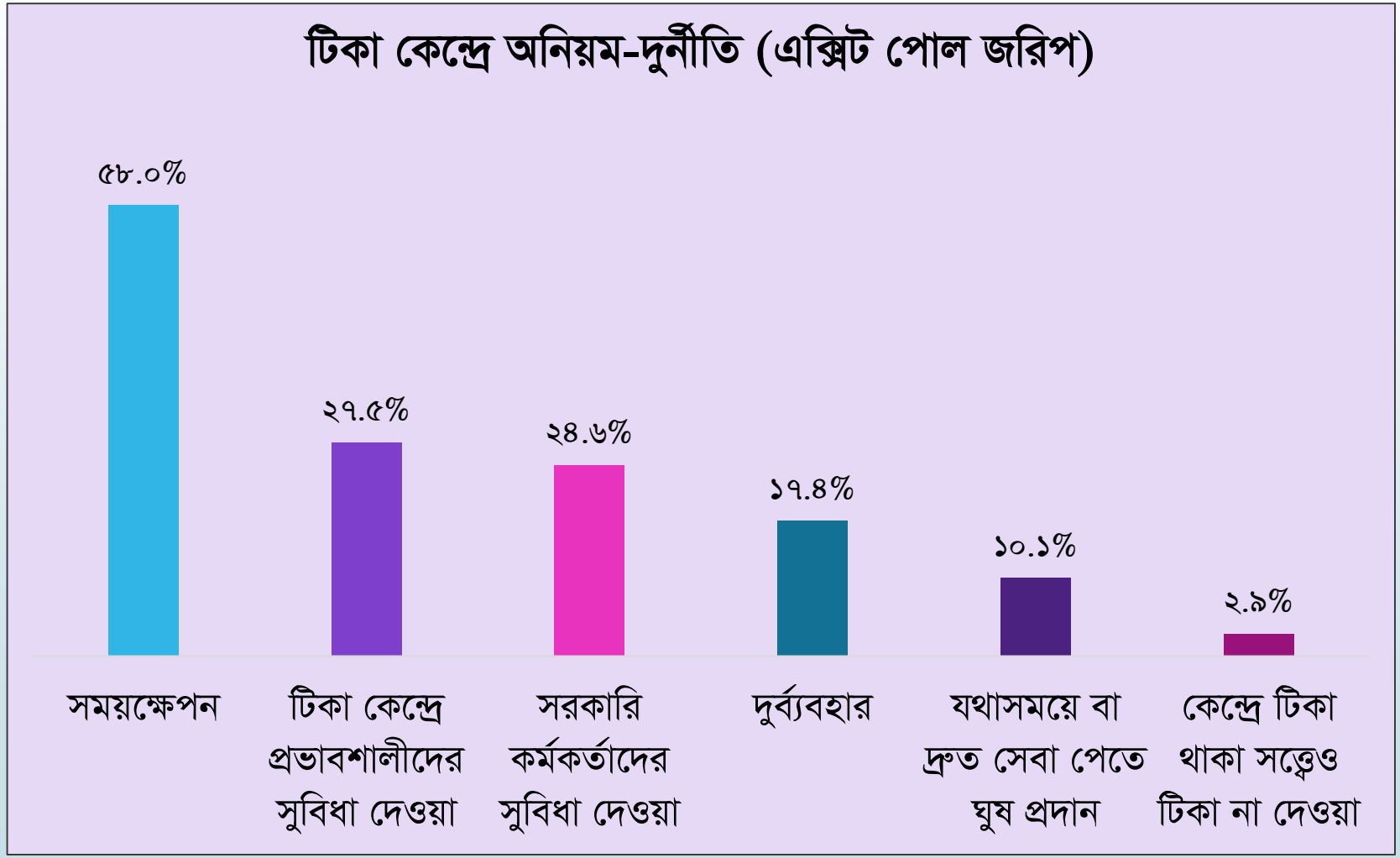

- ❖ জরিপে যথাসময়ে বা দ্রুত সিরিয়াল পেতে গড় ঘুষের পরিমাণ ৬৯ টাকা
- ❖ প্রবাসীদের বিএমইটি নম্বর দিতে ১৫০-২০০ টাকা ঘুষ আদায়
- ❖ দু-একটি কেন্দ্রে ১.৫ থেকে ৩ হাজার টাকায় পছন্দ অনুযায়ী টিকা প্রদান
- ❖ টিকা না দিয়েও টাকার বিনিময়ে প্রবাসীদের টিকা সনদ প্রদান
- ❖ ফেসবুক পেজে প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকার বিনিময়ে টিকা/ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে প্রচার

❑ টিকা কার্যক্রমে জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতি

❖ ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্রের মধ্যে

- ৩৫টি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স ছিল না
- ৪০টি কেন্দ্রে অভিযোগ কেন্দ্র ছিল না
- ৩৯টি কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর নম্বর প্রদর্শন করা ছিল না

❖ অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া টিকাগ্রহীতার ১.৫% অভিযোগ করেছে

❖ যারা অভিযোগ করেনি তাদের ৪৪.১ শতাংশের অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেই

❖ ৩০.১% টিকাগ্রহীতা বলেছে কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ছিল না

❖ ১৪.১% মনে করে অভিযোগ করলে কোনো লাভ হয় না

❖ ১৯.৯% হয়রানি বা ঝামেলার ভয়ে অভিযোগ করেনি

❑ টিকা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

সরকারি হিসাবে টিকা ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়

- ❖ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ে ব্যয় **২০ হাজার কোটি টাকার বেশি** (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২)
- ❖ মোট টিকা প্রাপ্তি: প্রায় ২৯.৬৪ কোটি ডোজ (৩১ মার্চ ২০২২)

টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য

টিকার উৎস	টিকার নাম	পরিমাণ (কোটি ডোজ)	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকা)*
সরকারিভাবে ক্রয়/ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	কোভিশিল্ড	১.৫	৬৩৭.৫
	সিনোফার্ম	৭.৭	৬,৫৪৫
কোভ্যাক্স (কস্ট শেয়ারিং ক্রয়)	সিনোফার্ম সিনোভ্যাক	৮.৭	৪,০৭১.৯
কোভ্যাক্স/ বিভিন্ন দেশের উপহার/ অনুদান		১১.৭	-
মোট		**২৯.৬**	**১১,২৫৪.৪**

*কোভিশিল্ড প্রতিডোজ ৫ ডলার (৪২৫ টাকা), সিনোফার্ম ১০ ডলার (৮৫০ টাকা) এবং কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং ৫.৫ ডলার (৪৬৭.৫ টাকা) হিসাবে

❑ টিকা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় বিষয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

সরকারি হিসাবে টিকা সংক্রান্ত ব্যয়

- ❖ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে টিকা প্রতি ব্যয় **৩ হাজার টাকা** বলে উল্লেখ (জুলাই ২০২১)
- ❖ পরবর্তীতে টিকা কার্যক্রমে মোট ব্যয় **৪০ হাজার কোটি টাকা** বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উল্লেখ (১০ মার্চ ২০২২)
- ❖ মোট টিকা প্রদান: ২৪.৩৬ কোটি (৩১ মার্চ ২০২১)

- ❖ টিকার ক্রয়মূল্য ও টিকা কার্যক্রমের **প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১২,৯৯৩- ১৬,৭২১ কোটি টাকা**; যা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবের অর্ধেকের কম
- ❖ শুধু একটি দেশের ক্ষেত্রে টিকার ক্রয়মূল্য প্রকাশ না করার শর্ত থাকলেও অন্যান্য উৎস থেকে কেনা টিকার ব্যয়ও প্রকাশ না করা

টিকা ক্রয় ও প্রাক্কলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়

কস্ট মডেল/পরিকল্পনা	টিকার ডোজ প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
ক. কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপ মডেল	৭১.৪-২২৪.৪*	১,৭৩৯.৬ - ৫,৪৬৭.৩
খ. জাতীয় টিকা পরিকল্পনা	১৭০	৪,১৪২
গ. টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য		**১১,২৫৪.৪**
টিকা ক্রয় ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (ক+গ)		**১২,৯৯৩-১৬,৭২১**

* টিকা কার্যক্রমে বিদ্যমান অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার এবং আউটরিচ কেন্দ্রের অনুপাত বিবেচনায় ব্যয় নির্ধারণ

সাড়া প্রদান: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়ন; প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ মিলিয়ে বরাদ্দ ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে ১ লাখ ২১৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ
- দুই ধাপে ৪ হাজার ২৭৮টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ১ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭৪টি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তি (ফেব্রুয়ারি ২০২২)

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা প্যাকেজ	প্রথম ধাপের (২০২০-২১) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	প্রথম ধাপের বিতরণের হার	দ্বিতীয় ধাপের (২০২১-২২) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় ধাপে বিতরণের হার	দুই ধাপ মিলিয়ে বিতরণের হার
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত ঋণ সুবিধা	৪০,০০০	৮১.৮%	৩৩,০০০	২৮.৭%	৫৭.৮%
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা	২০,০০০	৭৬.৯%	২০,০০০	২৭.০%	৫২.০%
প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন	৫,০০০	৫.৮২%	-	-	-
নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ সুবিধা	৩,০০০	৬১.০%	-	-	-
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল	১২,৭৫০	১০০%	-	-	-
এসএমই খাতের ঋণ নিশ্চয়তা	২,০০০	১.৪৫%	-	-	-
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা	৫,০০০	১০০%	-	-	-
কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৭৯.১%	-	-	-

সাড়া প্রদান: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন...

❑ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

- ❖ করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত; ২৫-৩০% উদ্যোগ বন্ধ
- ❖ মোট শিল্পখাতের ৯০% ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হলেও অপর্যাপ্ত প্রণোদনা বরাদ্দ
- ❖ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই খাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন; স্বল্প বরাদ্দকৃত অর্থও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছাচ্ছে না

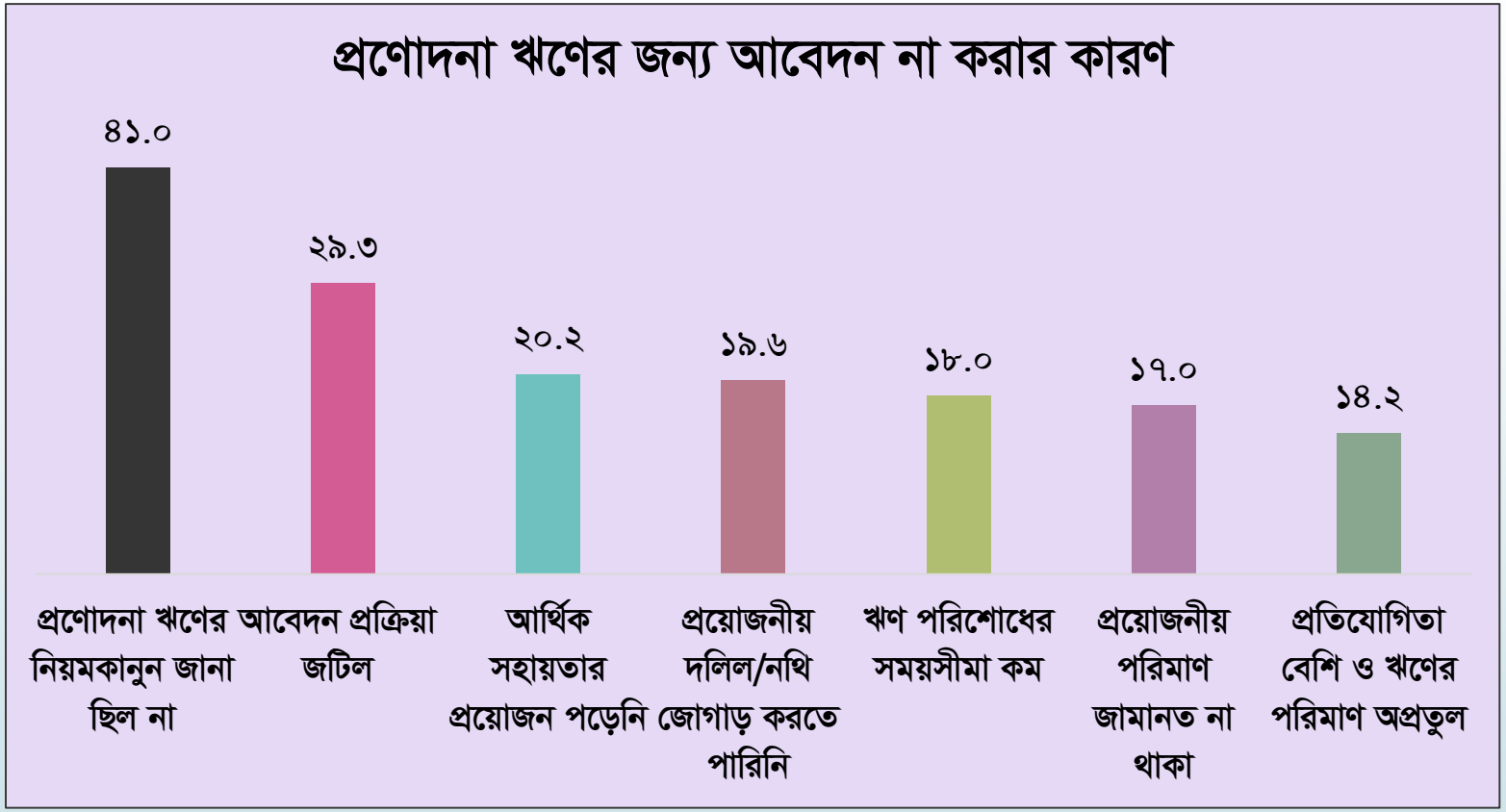

- ❖ প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এই খাতের ৩৬.৪% উদ্যোক্তা; ১১% উদ্যোক্তার প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তি
- ❖ আবেদন না করার অন্যতম প্রধান কারণ প্রণোদনা ঋণের নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা (৪১%) এবং জটিল আবেদন প্রক্রিয়া (২৯.৩%)

সাড়া প্রদান: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন...

❑ **কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা ঋণ না পাওয়া**

❖ ঋণ না পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ কারও তদবির না থাকা (২৫.৪%), প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ব্যাংক জামানত না থাকা (২০.৬%)

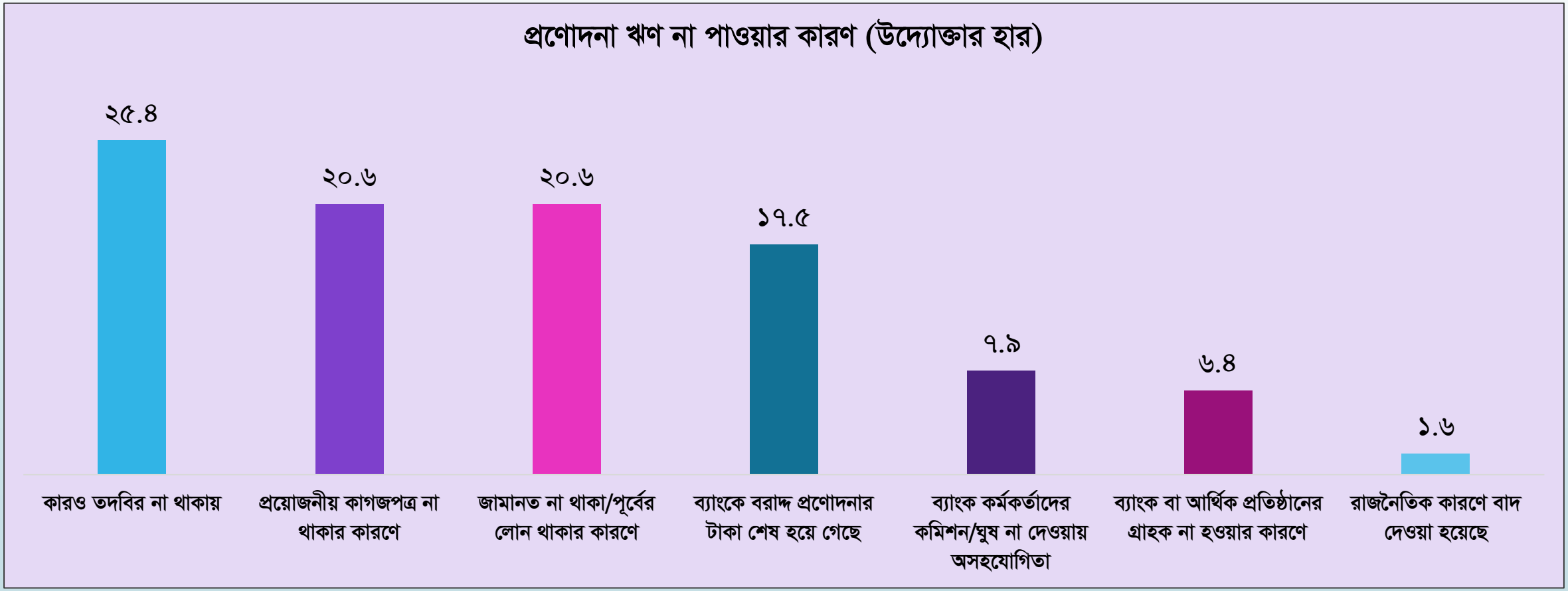

সাড়া প্রদান: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন...

❑ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া; ৬৭.৫% উদ্যোক্তা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

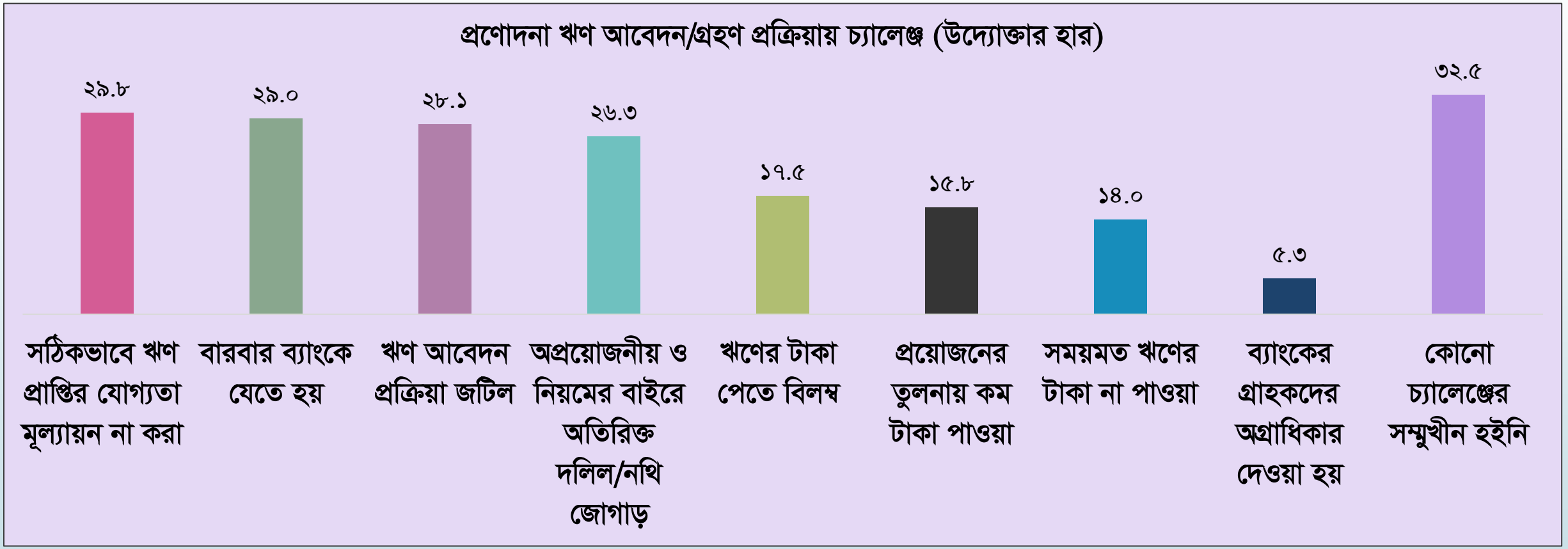

❖ প্রণোদনা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে দুই-একজন নারী উদ্যোক্তা যৌন হয়রানির শিকার

সাড়া প্রদান: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন...

❑ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা

"আমরা আদিবাসীরা যারপর নাই বৈষম্যের শিকার। ব্যাংকে গিয়ে ঋণের কথা বললে তারা বলে আপনাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা নাই। করোনার সময় কাউকে পেলাম না আমাদের সাহায্য করার জন্য। ব্যাংক থেকে সাধারণ ঋণই পাই না, প্রণোদনা তো দূরের বিষয়।"

- একজন আদিবাসী নারী উদ্যোক্তা

"একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছি। নারী উদ্যোক্তা হওয়ায় প্রণোদনা পেতে বিভিন্ন ঝামেলার শিকার হয়েছি। এমনকি আমার কাছে আমার স্বামীর চাকরির কাগজপত্র পর্যন্ত চেয়েছিলো।"

- একজন নারী উদ্যোক্তা

"আমার ব্যাংকের টাকা, আমি দিবো কি দিবো না সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ কেন মানবো?"

- উদ্যোক্তার প্রতি একজন ব্যাংকার

"ব্যাংক বলেছে আমাদের কাছে ফান্ড নাই, কথা বলার সুযোগ দেয়নি, ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে বিদায় করে দিয়েছে। ব্যাংকের একজন বলছিল ১০% দিতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে।"

- একজন উদ্যোক্তা

"ব্যাংক থেকে বলেছে উপজেলা পর্যায়ে কোনো প্রণোদনা ঋণ দেওয়া হয় না।"

- উপজেলা পর্যায়ের উদ্যোক্তা

অনিয়ম-দুর্নীতি: প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন...

- **প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি** - ২৩% উদ্যোক্তা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার
- জরিপে অধিকাংশ উদ্যোক্তা ঘুষ/ কমিশনের কথা এড়িয়ে গেছেন; তবে দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাংকার কর্তৃক ১০% কমিশন দাবির অভিযোগ

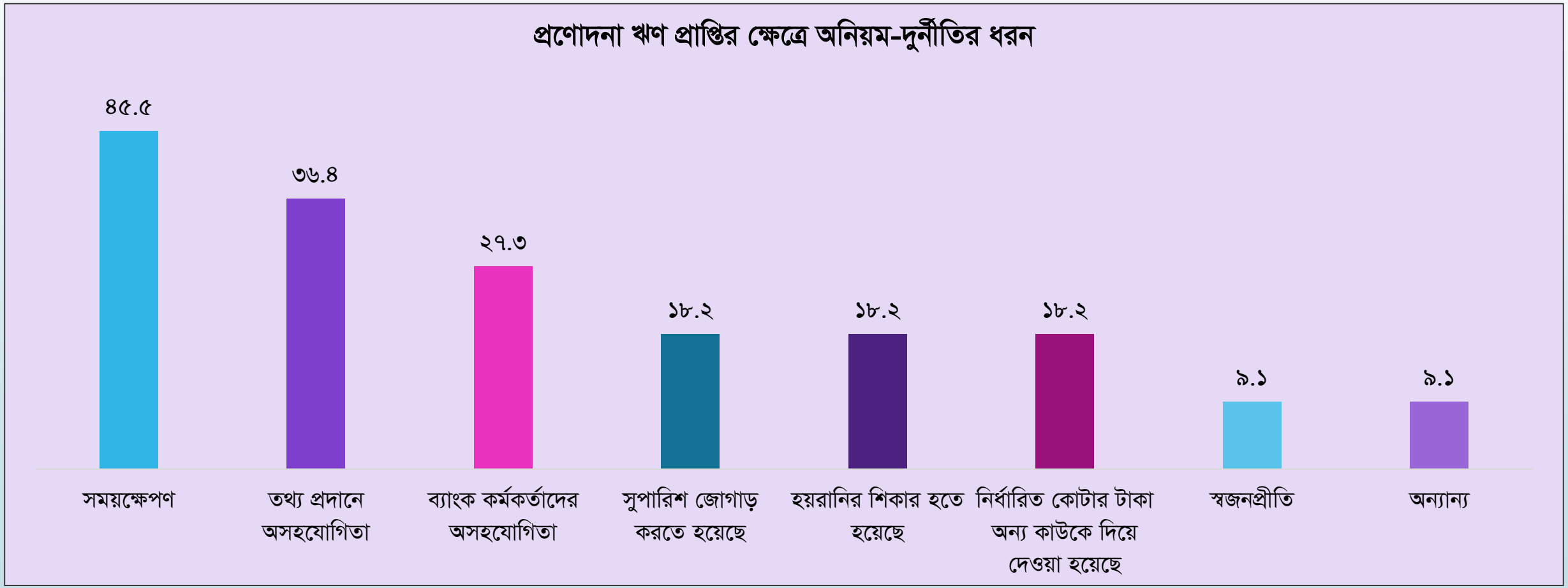

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত
- সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করা, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান না করা এবং সেবা সম্প্রসারণ না করা; যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ
- কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রম সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্য ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজমান; সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করছে
- কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে ও অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে
- অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি
- বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না; যা সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত

১. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে

২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে

কোভিড-১৯ টিকা সম্পর্কিত

৩. বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে

৪. মাঠ পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীদের ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে নিবন্ধন ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. প্রথম ডোজ পাওয়া বিশেষত নিবন্ধন ব্যতীত টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে

সুপারিশ...

প্রণোদনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

৬. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে

৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কিত

৯. টিকা প্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুদ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে

১০. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও টিকা সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ